প্রথম আলো

তারিখ 02 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা তলব তিন শিক্ষকের কাছে

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ছুটি না নিয়ে বিভাগে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন শিক্ষককে চিঠি দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতিমধ্যে এসব চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক।

এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ-উপাচার্য মো. আবুল হোসেন বলেন, বিভাগে অনুপস্থিত থাকার কারণে তিনজন শিক্ষককে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে সিন্ডিকেটে। তাঁদের জবাব পাওয়ার পর সে অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত ১১ জানুয়ারি সিন্ডিকেট সভায় দর্শন বিভাগের শিক্ষক ফরিদ আহমেদ ও মো. রাসেল ইকবাল এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষক মো. ওয়াহিদুজ্জামানকে ওই চিঠি পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

সিন্ডিকেট সূত্রে জানা যায়, ফরিদ আহমেদকে অস্ট্রেলিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর জন্য ২০১৪ সালে ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত বিনা বেতনে ছুটি মঞ্জুর করা হয়। এরপর একাধিকবার তিনি ছুটি বৃদ্ধির আবেদন করলেও তা মঞ্জুর হয়নি। গত বছরের ১০ জানুয়ারি তিনি বিভাগে পুনঃ যোগদান করার পর যোগদানপত্র গৃহীত এবং ভোগ করা ছুটি মঞ্জুরের আগেই তিনি আবার বিদেশে চলে যান। এভাবে দেশের বাইরে চলে যাওয়া কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত আইন ও বিধির পরিপন্থী নয়, তা জানতে সিন্ডিকেট তাঁকে চিঠি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এ বিষয়ে ফরিদ আহমেদ বলেন, 'ছুটি না নিয়ে বিভাগে অনুপস্থিত ছিলাম, এটা সত্য নয়। আমি ছুটি নিয়েই বাইরে গিয়েছি।'

শিক্ষক মো. রাসেল ইকবাল গত বছরের ২৫ জুলাই থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত ছুটি না নিয়ে অনুপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে রাসেল ইকবাল বলেন, 'কোনো চিঠি এখনো পাইনি। তাই এ বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

বিভাগের সভাপতি মুহাম্মদ চৌধুরী বলেন, এ দুজন শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরে অনুপস্থিত। এতে বিভাগের শিক্ষা কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

অন্যদিকে ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষক মো. ওয়াহিদুজ্জামান গত বছরের ৬ অক্টোবর থেকে ২৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছুটি না নিয়ে অনুপস্থিত ছিলেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিনের মাধ্যমে গত ১৫ ডিসেম্বর রেজিস্ট্রারকে চিঠি পাঠান বিভাগের সভাপতি সাজেদ আশরাফ করিম।

সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন মো. আমির হোসেন বলেন, ছুটি না নিয়ে বিভাগে অনুপস্থিত থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচলিত বিধির পরিপন্থী। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে ওয়াহিদুজ্জামানের মুঠোফোনে একাধিকবার চেষ্টা করেও তা বন্ধ পাওয়া গেছে।